## অভিনয়ের সুযোগ ও প্রতিভা থাকলে যে কোন মাধ্যমেই কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায় --- চম্পা

এদেশের ছবির জগতে একসময়ের হৃদয় কাঁপানো নায়িকা চম্পা অভিনীত একটি ছবি গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। বিল্লু মাস্তান ছবিটিতে চম্পা পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার অভিনয় ও সৌন্দর্য দেখে মনে হয় না, ছবির জগতে তার এখন আগের মত ব্যস্ততা নেই। কিন্তু শোবিজের নিয়ম অনুযায়ী তিনি এখন অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। কারণ ছবির দর্শকরা সব সময় নতুনের পূজারী। নতুন মুখ পেলে তারা সাধারণত আর পুরানোদের প্রতি আগ্রহী হয় না। আর দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযোজক-পরিচালকরাও নতুনদের পিছনে ঘুর ঘুর করেন। তাই বলে পুরানো শিল্পীদের চাহিদা একেবারে শেষ হয়ে যায় একথা সত্য নয়। কারণ যেসব ছবিতে গল্প থাকে ও শিল্পীর কিছু করণীয় থাকে, সেসব শিল্পীর চাহিদা দর্শকের কাছে কখনো ফুরিয়ে যায় না। চম্পা তেমনই এক শিল্পী। এদেশের ছবির জগতে কোন কোন দিক থেকে চম্পার সাথে আর কোন শিল্পীর তুলনা হয় না। সেটা হলো তিনি বাণিজ্য ও শিল্পে দুটোতেই লক্ষী। তার অভিনীত বাণিজ্যিক ছবিগুলোতে তার অভিনয় ও গ্ল্যামারের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। তখন অনেক শিল্পী ও নির্মাতা তার কাঁধে ভর করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু চম্পাকে কারো ওপর ভর করতে হয়নি। এখানেই চম্পার বিশেষত্ব। আজকাল চম্পাকে বাণিজ্যিক ছবিতে তেমন দেখা না গেলেও ঢাকা-কলকাতায় নির্মিত শিল্প সম্মত ছবিতে তিনি নিয়মিত অভিনয় করছেন। বর্তমানে সাইদুল আনাম টুটুল পরিচালিত ও তে-ভাগা আন্দোলন অবলম্বনে নির্মিত 'আধিয়ার' ছবিটির কাজ শেষ করেছেন। এছাড়া আরো কয়েকটি ছবিতে কাজ করার কথা চলছে। তবে নিয়মিত এখন টিভি নাটক ও টেলিফিল্মে অভিনয় করছেন। উল্লেখ্য, চম্পার শোবিজের জীবন শুরু হয় মডেলিং, ফ্যাশন ও টিভি নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে। অবশ্য ছবিতে যখন তার খুব ব্যস্ততা তখনও সময় পেলে তিনি এ মাধ্যমগুলোতে কাজ করেছেন। চম্পা বলেন, মাধ্যম যেটাই হোক না কেন অভিনয় করার সুযোগ থাকলে আর শিল্পীর অভিনয়ের ক্ষমতা থাকলে তা যথাযথ রূপরোপ করা সম্ভব। তবে বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ করলে গ্ল্যামার প্রদর্শন করে দর্শকের হাততালি পাওয়া যায়, দর্শকের হৃদয়ে কাঁপন তুলে সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক ছবি, নাটক, ও টেলিফিল্মে কাজ করলে সম্মান পাওয়া যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি আসন গড়ে তোলা যায়। চম্পা বলেন, প্রচলিত ধারার ছবিতে তাকে এখন আর আগের মত দেখা যায় না বলে তার কোন দুঃখ নেই। বরং বাণিজ্যিক ছবিতে ব্যস্ততার সময় জনপ্রিয়তা যেমন তুঙ্গে ছিল তেমনি শিল্পসম্মত ছবিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তার অবস্থানও একই পর্যায়ে রয়েছে। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এভাবেই কাজ করে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন চম্পা। ❑ নিজস্ব প্রতিনিধি

## আমি বুঝতে পারি না 'ওয়াইল্ড ও ক্রেজি' হিসেবে আমাকে কেন চিহ্নিত করা হয় --প্রীতি জিন্টা

প্রীতি জিন্টার কপালটাই খারাপ। প্রীতি নিজেও সে কথা স্বীকার করে। কোডাই কানালের একটি বোর্ডিং স্কুলে থাকাকালে কতই না স্বপ্ন ছিল তার। আই এ এস অফিসার হবে। ব্যবসায়ী হবে। মনো-বিজ্ঞানী হবে– কত কী স্বপ্ন। এমনকী সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও স্বপ্ন দেখেছিল। ১২ বছর বয়সে প্রীতি শো বিজনেসে আসে। লিরিল সাবানের মডেল হিসেবে সে উপমহাদেশে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এই বিজ্ঞাপন দেখেই শেখর কাপুর প্রায় পাগল হয়ে যায়। শেখর প্রীতিকে সিনেমায় নামার প্রস্তাব দেন। ছবির নাম তারা রাম পাস। কিন্তু প্রীতির জন্য দুঃখজনক হল এই যে, শেখর কাপুর এ সময় ব্যান্ডিট কুইন ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা রাম পাস একটি স্বপ্নই থেকে যায়। প্রীতি এতে হতাশ হলেও ভেঙ্গে পড়েন না।

প্রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যার অবদান সবচে' বেশী তিনি হলেন পরিচালক রমেশ তাওরানি। ছবির নাম কেয়া বহনা। ছবিতে একটি দুঃসাহসিক ভূমিকা ছিল প্রীতির। ছবির কাহিনীতে প্রেমিক তার সাথে কুমারী অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। পরিচালক রমেশের ভাষায় কোন নায়িকা তার প্রথম ছবিতে যে সাহসের পরিচয় দেয় তা তুলনারহিত। পরিচালক রমেশ তাওরান বলেন, কাজল ও এমনি একটি মেয়ে যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ভাঙ্গার পক্ষপাতী। প্রীতিও তাই। এদিকে প্রীতির প্রশ্নঃ আমি বুঝতে পারি না 'ওয়াইল্ড এবং ক্রেজি' হিসেবে আমাকে কেন চিহ্নিত করা হয়। মিডিয়াই এই কাজটি করে চলেছে। প্রীতি নিজেই এর উত্তরে বলেন যে, আমি যা নই সে ভান করি না বলেই এসব কথা রটে চলেছে। প্রীতি বলেন, পত্র-পত্রিকায় যাই লেখা হোক না কেন, আমি একজন অত্যন্ত নরম্যাল পারসন। যে হাসতে ভালবাসে এবং প্রতি মুহূর্তের জন্য ভালভাবে বাঁচতে চায়।

## ১২ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তি পাবে ১৬ ছায়াছবি

চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির প্রশাসক ১২ এপ্রিল পর্যন্ত ছায়াছবি মুক্তির তালিকা চূড়ান্ত করেছে। প্রযোজকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩১ জানুয়ারী ছবি মুক্তি সিডিউল প্রস্তুত করে প্রশাসক। এই তালিকার বাইরে কেউ ছবি মুক্তি দিতে পারবেন না। এর মধ্যে ঈদুল আযহ উপলক্ষে মুক্তি পাবে ৬টি ছবি। ছবিগুলো হচ্ছে– মমতাজুর রহমান আকবরের 'ভয়ানক সংঘর্ষ' ও 'মেজর সাহেব', শেখ দিদারের 'বিপজ্জনক', বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত 'ফুল আর পাথর', 'নায়ক' এবং 'হৃদয়ের বন্ধন'। ঈদের পর ১৫ মার্চ মুক্তি পাবে 'ওদের ধর' ও 'সন্ত্রাসী বন্ধু'। ২২ মার্চ "দাদাগিরি" এবং "মেঘলা আকাশ"। ২৯ মার্চ "শেষ যুদ্ধ" এবং "বিজলী তুফান", ৫ এপ্রিল "স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ" এবং "শেষ অনুরোধ"। ১২ এপ্রিল "মিলন হবে কতদিনে" এবং "লুটপাট" মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ❑ আ, আ

## আগামীকাল কোন ছবি মুক্তি পাচ্ছে না

আগামীকাল ১৫ই ফেব্রুয়ারী কোন নতুন মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ এক সপ্তাহ পরেই কোরবানীর ঈদ। ঈদের দিন অন্তত ৬টি নতুন ছবি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এছবিগুলো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সাথে মুক্তি দেয়া হবে এবং দু'সপ্তাহ কোন নতুন ছবি মুক্তি দেয়া হবে না। ঈদের ছবিতে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়া হবে। সেজন্য ঈদের আগের সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির বুকিং-এর কোন সুযোগ থাকবে না। এবং ঢাকার বাইরে বুকিং করতে হলে কমপক্ষে ৩ মাস অপেক্ষা করতে হবে। তাই ঈদের আগের সপ্তাহে কোন প্রযোজক পরিবেশকই নতুন ছবি মুক্তি দিতে আগ্রহী নয়। বরং ঈদের পরপর মুক্তি দিতে পারলে ঈদের ছবির সাথে সাথে এগুলোর বুকিংও চলবে। তাই ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সপ্তাহে সব হলেই দু'এক সপ্তাহ আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলো ঘুরে ফিরে প্রদর্শিত হবে। ❑ নিজস্ব প্রতিনিধি

## 'নন্দন কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য'

সম্প্রতি ঢাকায় এক অসাধারণ কান্ড ঘটিয়ে গেলেন কলকাতার বিখ্যাত নাট্য সংগঠন 'নান্দীকার'। জাতীয় জাদুঘরে তারা পরিবেশন করলেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পথিকৃৎ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ ক্যাব্য'। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র স্বার্থক মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃত 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে নিয়ে এমন নাটক করা যায় তা ছিল কল্পনারও অতীত। কে না জানে যে,-এর বিষয়বস্তু ও স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যাপী ঘটনার ঘনঘটা, দেব-দৈত্য-নরের সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-প্রেম, রিরংসা- জিঘাংসা, স্নেহ-মায়া, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, আশা-নিরাশা মিলিয়ে বিরাট এক পটভূমিতে মধুসূদন নির্মাণ করেছেন তার 'মেঘনাদ বধ কাব্য।' এর ভাষার বুনট, চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষা এমনই সুনিপুণ মুন্সীয়ানার সঙ্গে রচিত হয়েছে যে, নাট্যরূপ দিতে গেলেই এর অতুলনীয় নির্মাণ সৌন্দর্য আর অপরিমেয় রস অনাস্বাদিতই থেকে যাওয়ার কথা। নান্দীকারের এ কথাটা নিশ্চয়ই জানা ছিল আর তাই নাট্যরূপ দিয়ে-এর সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য, লালিত্য ও সর্বোপরি আভিজাত্যকে খর্ব করার দুর্মতি তাদের হয়নি। বোধ করি এ কারণেই 'মেধনাদবধ কাব্য' তারা নাটক হিসেবে উপস্থাপন করলেও তা করেছেন একেবারেই অবিকৃতভাবে। ফলে মূল 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করে বা এর আবৃত্তি শুনে যে রস আস্বাদন করা যায় নান্দীকারের উপস্থাপনায় তা এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। তার কারণ এই যে, মঞ্চে গৌতম হালদার নামক একজন অভিনেতাই বিভিন্ন চরিত্রে একক অভিনয় করেছেন প্রায় পুরো কাব্যটি আবৃত্তির মত করে। ফলে আমরা, দর্শকরা মেঘনাদবধ কাব্যের অসাধারণ আবৃত্তি যেমন শুনেছি তেমনি এর অবিশ্বাস্য অভিনয়ও দেখেছি। ফলে কান ও মন তৃপ্ত হয়েছে, নয়ন স্বার্থক হয়েছে। গৌতম হালদার কি যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা যারা না দেখেছেন তাদের পক্ষে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। সন্দেহ নেই, 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র মত ক্ল্যাসিকাল একটি কাব্যের প্রায় আদ্যপান্ত গড় গড় করে মুখস্ত বলে যাওয়া এবং অভিনয় ও নৃত্যসহযোগে তাকে। জীবন্ত করে তোলা প্রায় অসম্ভব এক কাজ। বিশেষ করে এর ভাষা-শৈলী, বাক-প্রতিমা কিংবা বাক-বিন্যাস তথা শব্দ-গাথুঁনী যেখানে সেকেলে বলে আজকের বাঙ্গালীদের কাছে প্রায় পরিত্যাজ্য সেখানে এই একবিংশ শতকের নানা বিকৃতি ও কান-মন ঝালাপালা করা ডামাডোলের মধ্যে বেড়ে ওঠা তরুণেরা এবং অন্যান্যেরা তা আড়াই ঘন্টা ধরে মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে শুনবেন এবং দেখবেন তাতো কল্পনাতীত! স্বর্ণ লংকার বা রাজা রাবনের প্রাসাদের কিংবা যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে অসাধারণ বর্ণনা মধুসূদন তার কাব্যে দিয়েছেন, আলোকসজ্জা বা কোন প্রকার মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে তা বোঝা যেতে পারে মঞ্চে বলতে গেলে এমন কোন আয়োজনই ছিল না। ছিল একেবারেই সাদা মাটা এক মঞ্চ আর তাতে নিরাভরণ গৌতম হালদার। এক প্রস্থ সাদা কাপড়ে ক্ষনে ক্ষনে নিজ অনাবৃত দেহকে বা শিরঃদেশ ঢেকে তিনি কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান বা আত্মপ্রকাশ করছিলেন। বাড়তি ছিল কেবল পায়ে বাঁধা এক জোড়া ঘুংঘুর। চমৎকার নাচের মুদ্রায়, পায়ের ঘুংঘুরের বোল তুলে আর দেহ ও চোখ-নাক-মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রতিটি চরিত্রকে অবিশ্বাস্য নিপুণতায় মঞ্চে একাই মূর্ত করে তোলেন তিনি। রাবন, হনুমান, রাম, লক্ষন, ইন্দ্র, মেঘনাদ, মহাদেব, মায়াদেবী, চন্ডী, বিভিষণ, প্রমীলা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, চিত্ররথ প্রমুখের ভূমিকায় তাল-লয় ছন্দ সহযোগে সাবলীল অভিব্যক্তি আর সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তি দ্বারা 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সৌকর্য ও অন্তর্জঃ রূপসুষমা তিনি তুলে ধরেছেন অনির্বচনীয় মুন্সীয়ানায়। সমাগম, অভিষেক, অস্ত্র লাভ, উদ্যোগ, বধ, সংক্রিয় ইত্যাদি পর্বে বিভক্ত এই নাট্যাভিনয় এক কথায় ছিল অনন্যসাধারণ। গৌতম হালদার যখন প্রমীলার লংকায় প্রবেশ, রাবনের বিলাপ, রাবনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার অভিসম্পাৎ, দেবানুগৃহীত রামের ভীরু চিত্ততা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ ও লক্ষনের বাকযুদ্ধ, স্বর্গধামে ইন্দ্র-শচী মায়ার চক্রান্ত বিস্তার, মেঘনাদ বধের ব্যাপারে দেবাদিদেব শিবের সহায়তা লাভার্থ পার্বতী ও মদনের আয়োজন প্রভৃতি বিষয়ের অভিনয় করছিলেন তখন দর্শক নিষ্পলক নেত্রে ও শ্বাষরুদ্ধ উত্তেজনায় তা অবলোকন করেছেন। লক্ষনের সেই বিখ্যাত উক্তি 'কৃতান্ত আমিরে তোর দুরন্ত রাবনী' বা 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' কিংবা রাবনের সেই 'এক পুত্র শোকে তুমি আকুলা ললনে, শত পুত্র শোকে বুক আমার ফাটিছে দিবানিশি' ইত্যাদি বিভিন্ন সংলাপ উচ্চারণকালীন দৃশ্যাবলীতে এবং সামগ্রিকভাবেই অন্যান্য সকল দৃশ্যেই ছিলেন তিনি অনন্য। এছাড়া স্বাতী লেখা সেনগুপ্ত, পার্থ প্রতিম দেব, সমুদ্র চট্টপাধ্যায় ঝুলন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের বাদ্যযন্ত্র গোটা পারফরমেন্সের যে আবহ তৈরী করেছিল তা তুলনারহিত। নাটকের শুরুতে নান্দীকারের অন্যতম কর্ণধার রুদ্র প্রসাদ সেন গুপ্ত বর্তমান যুগের বাজার অর্থনীতির নামে নয়া উপনিবেশবাদের আবির্ভাবের পটভূমিতে মেঘনাদবধ মঞ্চায়নকে নান্দীকার কেন জরুরী ঠাওরেছে তার বিশদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সিপাহী বিদ্রোহের চার বছর পর রচিত 'মেঘনাবধ কাব্য' যে আসলে ভারত ভূমিতে বিজাতীয়দের দখলীস্বত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামী গাঁথারই নামান্তর সেটি নূতন করে মনে করিয়ে দিলেন নান্দীকার। কেননা মাইকেল দেশবাসীকে এই মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'নন্দন কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য।' ধন্যবাদ গৌতম হালদারকে তার অনুপম নিষ্ঠা, মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রতি গভীর অনুরাগ আর তা দর্শক স্রোতার মাঝে বিলিয়ে দেয়ার অত্যাশ্চর্য আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য। ধন্যবাদ নান্দীকারকেও।

❑ শাহীন রেজা নূর